যায়যায়দিন

তারিখ 27 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

প্রস্তাবিত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহারের দাবি

যায়যায়দি রিপোর্ট

প্রস্তাবিত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্স ২০০৭ দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। সার্কভুক্ত দেশগুলোসহ বিশ্বের কোনো দেশেই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ওপর ট্যাক্স আরোপের কোনো নজির নেই। তাই আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষা বিকাশের স্বার্থে আরোপিত এ ট্যাক্স সরকারের প্রত্যাহার করা উচিত। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অফ বাংলাদেশ (এপিইউবি) আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠক ও মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ কথা বলেছেন।

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম এ কাশেমের সভাপতিত্বে ওই অনুষ্ঠানে কি নোট পেপার উপস্থাপন করেন আইইউবিএটির ডিসি আলিমুল্লাহ মিয়া। এছাড়া অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ভিসি আবুল কাশেম হায়দার, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. শামসুল হক, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান জালাল উদ্দিন আহমেদ, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান এম এ মান্নান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ১৯৯২ সালে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আইন প্রণয়নের পর দেশে মোট ৫১টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হয়েছে। এসব ইউনিভার্সিটিতে প্রায় এক লাখেরও বেশি ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষার জন্য লেখাপড়া করছে। তবে প্রস্তাবিত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্স প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ওপর শতকরা ১৫ ভাগ ট্যাক্স আরোপ করায় এসব প্রতিষ্ঠান মুখ থুবড়ে পড়বে।

তারা বলেন, শিক্ষা ও শিক্ষকের গুণগত দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো সরকারি ইউনিভার্সিটি থেকে পিছিয়ে নেই। ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনের (ইউজিসি) রিপোর্ট অনুযায়ী পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে উচ্চতর ডিগ্রিধারী শিক্ষকের হার ৬১ পারসেন্ট এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে এ হার ৫৭ পারসেন্ট।

বক্তাদের অভিযোগ, প্রস্তাবিত অর্ডিন্যান্সে ১৯৯২ সালে প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ইউনিভার্সিটির কাঠামোকে খর্ব করা হয়েছে। এছাড়া এ অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর সার্বিক স্বাধীনতাকেও খর্ব করা হবে।

বক্তারা আগামী বাজেটে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ওপর আরোপিত ট্যাক্স প্রত্যাহারসহ উক্ত অর্ডিন্যান্স বাতিল করে ১৯৯২ সালের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আইন পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছেন।